কোন এক শানুর গল্প

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

তিরিশ বছর পর হঠাৎ করেই এক বসন্ত বিকেলে
তার সাথে দেখা হয়ে গেলে -
শুধালো সে 'চিনতে পারেন ?'
চমকে তাকিয়ে দেখি বিশীর্ণ অবয়বে বিগত যৌবনা এক নারী
তার দুটি অতলান্ত চোখ নিয়ে
আমার মুখের পানে অপলক তাকিয়ে আছেন !
অতি দীন বেশ-বাস, অবিন্যস্ত চুল -
যেন এক পথপ্রান্তে পড়ে থাকা ম্লান ঝরা ফুল ॥

আমি তার মুখপানে চেয়ে
পুরোনো স্মৃতির ঝুলি মরি হাতড়িয়ে ।
সে কোন জনমে আমি দেখেছিনু এ নারীর মুখ -
এই দুটি মায়াময় চোখ ?
কিছুই পড়েনা মনে, মোর চোখে বিপন্ন বিস্ময় -
অতীত দেয়না ধরা, ছায়া হয়ে রয় ।
বলি তারে, 'বয়স তো প্রায় হলো ষাট -
তাই বুঝি খুলছে না স্মৃতির কপাট ।'
আমার জবাব শুনে পান্ডুর হল তার মুখ-
জলে ভিজে গেল তার ম্লান দুটি চোখ;
কণ্ঠ তার হয়ে এলো ভারী -
'শাহানা আমার নাম - আপনার শানু' বললো সে নারী ॥

কি আশ্চর্য । আমার হৃদয়ে অকস্মাৎ
শুনি আমি দুরাগত শব্দপ্রপাত -
'শাহানা', 'শাহানা', 'শানু' —
খুলে যায় বিস্মৃতির বন্ধ দুয়ার,
টুং টাং বেজে ওঠে হৃদয় বীণার ছেড়া তার ।
আমি যাকে চিনতাম এ নারী তো সে শাহানা নয় -
এ তার ছায়া ও নয়; চোখে মোর অপার বিস্ময় ।
কি এক গভীর দুঃখে ক্লিষ্ট হয় মন -
চরম নৈঃশব্দ এক গ্রাস করে আমার ভুবন ॥

তিরিশ বছর আগে সেই কবে হৃদয়ের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে
এ মনের সাতরঙ্গা ভালবাসা দিয়ে
শয়নে স্বপনে আমি যে মুখের ছবি আঁকতাম -
শানু তারই নাম ।
সে মেয়ে দেয়নি সাড়া, চরম ধিক্কারে
ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে -
বলেছে সে 'কেন তুমি ভুলে যাও তুমি এক সাধারণ ছেলে,
তোমার শরীরে আজো পাড়াগাঁ'র বুনো গন্ধ মেলে;
তুমি মোর যোগ্য নও।' আরো শুধিয়েছে -
'বিত্ত বৈভব কিছু আছে ?'
আমি তারে বলেছিনু 'আমি যে কেবল তুমিময় -
তোমাতে সমর্পিত আমার হৃদয়;
সে হৃদয়ে স্বপ্ন আছে, একদিন বিত্ত, বৈভব সব হবে ।'
'সেই দিনই ফিরে এসো তবে' -
সে বলেছে; 'আমি নই বিত্তহীন হৃদয়ের প্রেম অভিলাষী;
নই আমি সুদুর পিয়াসী -
আমি শুধু চাই বর্তমান;
শুনিতে চাই না আমি ভবিষ্যের গান ।'

তার সাথে সেই ছিল মোর শেষ দেখা -
পৃথিবীর পথে আমি তারপর বহুদিন চলিয়াছি একা ।
ধীর লয়ে বেজে গেছে কালের মন্দিরা, কেটেছে সময় -
তারই সাথে ভুলে গেছি প্রথম প্রেমের পরাজয় ।
জীবনে চলার পথে মিলেছে দোসর,
হৃদয়ের সবটুকু তাপ দিয়ে যে ভরেছে আমার অন্তর,
খোঁজেনি অর্থ-বিত্ত, খোঁজেনি বৈভব,
আমাকেই সঁপেছে সে দেহ, মন সব;
সে আমারে ভালবেসে দিয়েছে সন্তান -
মগ্ন চৈতন্যে মোর শুনিয়েছে হৃদয়ের গান ।

কি জবাব দেবো তাকে? আমার হৃদয়ে ওঠে ঝড়;
'শানুকে পড়ে না মনে?' আবার শুনি সে কণ্ঠস্বর ।
বলবো কি 'ওগো নারী, ওগো ঝরা ফুল -
কোথায় তোমার সেই গন্ধ অতুল ?

অসীম ঘৃনায় তুমি একদিন ফিরায়েছো যারে
এতদিন পরে আজ তারে
কি সাহসে শুধাও সে পেরেছে কি চিনিতে তোমায় ?
কি কারণে ? কোন স্পর্ধায় ?'
শুধাবো কি 'ওগো গরবিনী,
পৃথিবীর কোন হাটে করেছো জীবন বিকিকিনি ?
কোথায় ভিড়িয়েছিলে জীবনের পানশী তোমার ?'
শুধাবো কি কেন এই দীন দশা তার ।
কিন্তু তাতে কি বা লাভ ? তার চেয়ে এই সত্য হোক -
আমার স্মৃতিতে কোন শানু নেই, কখনো ছিল না,
আমি নই তার চেনা লোক ।

দ্বিধাহীন, শান্ত কণ্ঠে আমি তাকে অবশেষে সে কথাই বলি ।
দেখলাম সেই নারী জল ভরা চোখ তার তুলি
বললো আমাকে 'বার বারই করি শুধু ভুল,
সারাটা জীবন ধরে গুনলাম ভুলের মাশুল,
তিরিশ বছর আগে ভুল করে ভেঙ্গেছিনু একটি হৃদয় -
আজো আমি খুঁজি তারে সারা বিশ্বময় ।
আপনারই মতো ছিল নাক মুখ তার, দেহের গড়ন
আপনারই মতো তার ছিল দুটি মায়াবী নয়ন ।
মরণের আগে আমি একবার তারে শুধু বলে যেতে চাই-
হেলায় ফিরিয়ে তারে এ জীবনে সুখ মেলে নাই;
ঘৃনায় বলেছি তারে অজ পাড়াগাঁ'র বুনো ফুল -
আমার জীবনে তাই ফুটলোনা কখনো মুকুল ।'

চলে গেল সেই নারী ক্লান্ত পদে, যেন এক চলমান শব
ব্যথায় বিদীর্ণ করি আমার সকল অনুভব ।
তিরিশ বছর আগে যে শাহানা ভেঙ্গেছিল হৃদয় আমার -
আজ তার চলে যাওয়া
বুঝিনা কেন যে মোরে কাঁদালো আবার ॥

সিডনী, ৮/০৬/০৫